বিসিসি
উপকরণ ব্যবহার নির্দেশিকা

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

TB CARE II
BANGLADESH

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিসিসি উপকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিসিসি উপকরণ ব্যবহারে ইতিবাচক ফল লাভ করতে হলে এই উপকরণসমূহের যথাযথ ব্যবহার করার দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। বিসিসি উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা–

- বিসিসি উপকরণ বার্তাকে স্পষ্ট করে
- কাস্টমারকে সমস্যা বোঝাতে এবং সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে
- আলোচনার প্রধান বিষয়গুলোর গুরুত্ব বাড়ায় এবং বিষয় মনে রাখতে ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে সাহায্য করে
- দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে বার্তার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়
- মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং আগ্রহ বাড়ায়
- তথ্য প্রদানে সামঞ্জস্যতা রাখতে যোগাযোগকারীকে সহায়তা করে
- আকর্ষণীয় বার্তা কাস্টমারকে বিনোদন প্রদান করে।

যক্ষ্মা বিষয়ক ছাপানো উপকরণ

পোস্টার

বিসিসি উপকরণসমূহের মধ্যে পোস্টার একটি অন্যতম মাধ্যম। যক্ষ্মা বিষয়ক যে কোন পোস্টার ব্যবহার করার সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে–

- পোস্টার এমন উচ্চতায় টাঙাতে হবে যেন সকলের সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এবং দৃষ্টির সমান্তরাল রেখা বরাবর হয়
- পোস্টার লাগানোর পর উচ্চতা হতে হবে ৬ থেকে সাড়ে ৬ ফুট অথবা বিল্ডিং-এর ধরন অনুযায়ী। এই উচ্চতা ধরতে হবে পোস্টারের সর্বনিম্ন সমান্তরাল রেখা বরাবর
- পোস্টার সাধারণত বিভিন্ন হাট-বাজার, বাস-টার্মিনাল, চায়ের দোকান, মুদি দোকান অর্থাৎ যেসব জায়গায় অনেক লোক একত্রিত হয় এরকম স্থানে পোস্টার লাগাতে হবে।

- বিষয়ের উপর নির্ভর করে কিছু পোস্টার বাঁধাই করে হাসপাতাল, ক্লিনিকের ওয়েটিং রুমে, কাউন্সেলরের রুমে বা কিছু বিশেষ স্থানে প্রদর্শনের জন্য রাখা যেতে পারে, এর ফলে পোস্টারগুলো দীর্ঘস্থায়ী হবে, নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। বাঁধানোটা যেন গুনগত ও মানসম্মত হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে
- বিভিন্ন মিটিং, কর্মশালা ও আলোচনা সভার বিষয় অনুযায়ী পোস্টার ব্যবহার করা যাবে
- বিশেষ করে আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ পালনের সময় বিষয়ভিত্তিক পোস্টার ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

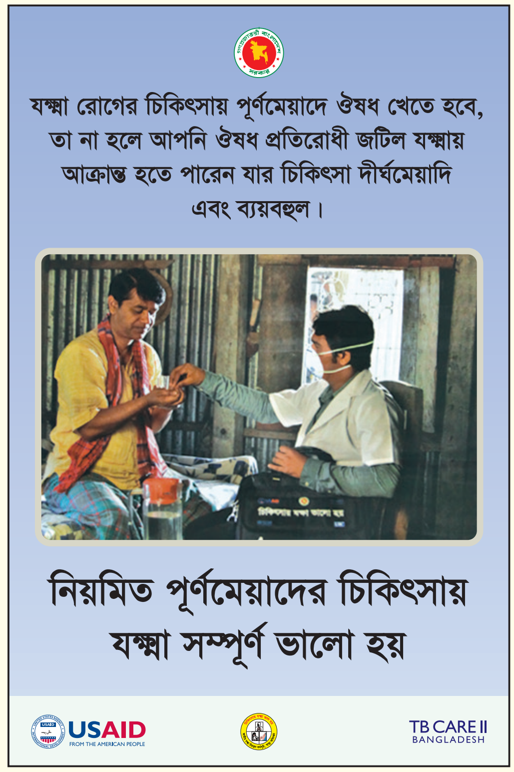

ব্রোশিওর

ব্রোশিওর হচ্ছে একটি পূর্ণ A4 সাইজের কাগজের ভাঁজ করা পৃষ্ঠা যাতে মূলত তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। অনেক সময় ব্রোশিওরে বিষয়ভিত্তিক তথ্য অনেক বেশি থাকে, ছবি কম থাকে। পুরো বিষয়টি নির্ভর করবে ব্রোশিওরটি কাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তার ওপর।

- একক ও গ্রুপ কাউন্সেলিং-এর সময়, গ্রুপ মিটিং এবং বিশেষ মিটিং-এর সময় ব্রোশিওরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ ব্যবহার করা যায়
- ব্রোশিওর মূলত যারা ভালো মতো পড়তে পারেন তাদের উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে পড়তে পারেন না এ ধরনের কাস্টমারদের কাউন্সেলিংয়ের সময় ব্রোশিওর খুলে ধরে দেখাতে হবে এবং বর্ণিত তথ্যগুলো বিস্তারিতভাবে স্থানীয় ভাষায় বর্ণনা করতে হবে। যারা পড়তে জানেন তাদের ব্রোশিওর দেয়ার সময় অনুরোধ জানাতে হবে যে, তারা যেন তাদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের এটা পড়ে শোনান।

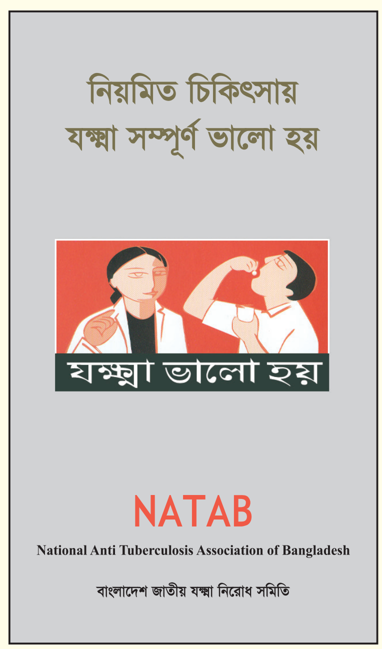

- সেবা/বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও তথ্য দেয়ার জন্য জনগণের মধ্যে ব্রোশিওর বিতরণ করা হয়
- প্রত্যেক সেবাদানকারীকে ব্রোশিওরটি প্রথমে পড়তে হবে এবং এর বিষয়গুলি ভাল করে আত্মস্থ করতে হবে
- গ্রুপ মিটিং এবং কাস্টমারদের সাথে কাউন্সেলিংয়ের সময় ব্রোশিওর-এর পয়েন্টগুলোকে আলোচনার মূল বিষয় হিসেবে ব্যবহার করা দরকার। কাস্টমারের বয়স, তিনি পুরুষ না মহিলা, তিনি যক্ষ্মা সন্দেহ ব্যক্তিদের মধ্যে পড়েন কিনা– এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে আলোচনা করতে হবে
- নীতি-নির্ধারক, প্রকল্প প্রণয়নকারী বা প্রোগ্রাম ম্যানেজারদের জন্য যে ব্রোশিওর তৈরি করা হয় সেখানে বিশদভাবে বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা, কর্মপরিকল্পনা অথবা কৌশলগত বিষয় সম্পর্কে তথ্য থাকতে পারে
- কাস্টমারদের ব্রোশিওরটি সংরক্ষণ করতে অনুরোধ করতে হবে।

স্টিকার

সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্টিকার ব্যবহার করা হয়। স্টিকার বিভিন্ন সাইজের হতে পারে।

- যারা ক্লিনিকে সেবা নিতে আসবেন প্রত্যেককেই একটি করে স্টিকার প্রদান করা যেতে পারে

- বাস, গাড়ি, ক্লিনিক বা ঘরের সুবিধাজনক জায়গায়, দরজায়, আলমারিতে স্টিকার লাগানো যেতে পারে।

লিফলেট

লিফলেট হচ্ছে ছোট আকারের কাগজের পাতা যার এক পৃষ্ঠা বা উভয় পৃষ্ঠাতেই কোনো বিষয়ে লেখা থাকে। লিফলেট সাধারণত সকল শ্রেণীর কাস্টমারের উপযোগী করে তৈরি করা হয়।

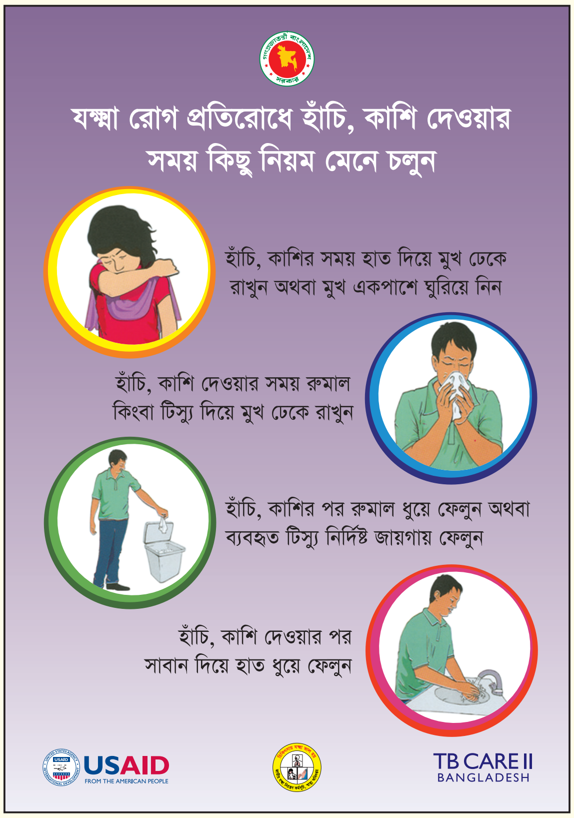

- যারা কম পড়তে পারেন তাদের দিকে লক্ষ রেখে বার্তার মূল অংশ নিয়ে লিফলেট তৈরি করা হয়
- সাধারণত কোনো বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও প্রাথমিক ধারণা দিতে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়
- গ্রুপ মিটিং, কাউন্সেলিং, বিভিন্ন কর্মশালায় লিফলেট বিতরণ করা যেতে পারে
- এছাড়াও বিশেষ অনুষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক দিবসে লিফলেট ব্যবহার দেখা যায়
- কেবল যে সকল কাস্টমার পড়তে পারেন তাদের মাঝে সরাসরি লিফলেট বিতরণ করা যেতে পারে। তবে যারা পড়তে পারেন না তাদেরকে পড়ে শোনাতে হবে। এক্ষেত্রে যারা পড়তে পারেন তাদেরকে অনুরোধ করা যেতে পারে অন্যদের পড়ে শোনানোর জন্য
- যে সকল স্থানে জনগণ একত্রিত হয় তেমন স্থান থেকে লিফলেট বিতরণ করা যায়, যেমন– বাজার, বাসস্ট্যান্ড, চায়ের দোকান, ক্লিনিক ইত্যাদি
- কোন কোন ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারক, প্রকল্প প্রণয়নকারী বা প্রোগ্রাম ম্যানেজারদের জন্য যে লিফলেট তৈরি করা হয় সেখানে বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা, কর্মপরিকল্পনা অথবা কৌশলগত বিষয় সর্ম্পকে তথ্য থাকতে পারে।

ফ্লিপচার্ট

ফ্লিপচার্টের একদিকে বিভিন্ন ছবি এবং অন্যদিকে আলোচ্য বিষয়বস্তু ছাপানো থাকে। ফ্লিপচার্ট আকারে পোস্টারের চেয়ে ছোট হয়। ফ্লিপচার্টের ভেতরে বিষয়বস্তুগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে। এতে বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ/আকর্ষণীয় ছবি দেয়া থাকে। আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের জন্য ফ্লিপচার্ট একটি অত্যন্ত কার্যকর উপকরণ। ফ্লিপচার্ট ব্যবহারের সময় নিচের নিয়মগুলো মেনে চলা দরকার:

- ফ্লিপচার্ট ব্যবহারের আগে সেবাদানকারীকে অবশ্যই এর প্রতিটি বিষয় ভালো করে পড়ে নিতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট ও সার্বিক ধারণা থাকে
- ফ্লিপচার্ট ব্যবহারের সময় আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা নিজের দিকে এবং সংশ্লিষ্ট ছবির পৃষ্ঠাটি কাস্টমারের দিকে রেখে কথা বলতে হবে
- ফ্লিপচার্টটি উঠান বৈঠকে বা আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সামনা-সামনি ও এমন উচ্চতায় ধরতে হবে যাতে সহজে সবাই দেখতে পায়
- ছোট দলে আলোচনার জন্য বা কাউন্সেলিং-এর সময় ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করা যায়
- ফ্লিপচার্ট ধরার সময় হাত দিয়ে যেন ছবি ঢেকে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে
- ফ্লিপচার্ট নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝে কাস্টমারকে ধরে দেখাতে হবে, এতে বক্তার ছবি ও তথ্যের উপর কাস্টমারের আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

ফ্লাশ কার্ড

কোনো নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবার উপর প্রণীত একটি আকর্ষণীয় উপকরণ হচ্ছে ফ্লাশ কার্ড। ছবি ও তথ্যের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবার্তার জন্য ফ্লাশ কার্ড খুবই উপযোগী।

- ক্লিনিক কাউন্সেলিং এবং গ্রুপ মিটিং-এর সময় ফ্লাশ কার্ড খুবই কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়
- ফ্লাশ কার্ডের মাধ্যমে কোনো ঘটনার বিবরণও তুলে ধরা যায়
- ফ্লাশ কার্ডে যদি ছবি থাকে তবে কাস্টমার যেন ছবির সাথে সাথে বিষয়টির সম্পৃক্ততা বুঝতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ফ্লাশ কার্ড এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে কাস্টমাররা বাস্তবতার সাথে ছবি ও কথার মিল খুঁজে পান
- কার্ডের বিষয়বস্তু ও ছবিগুলো কাস্টমাররা বুঝতে না পারলে তাদের ভালো করে বুঝিয়ে বলতে হবে।

ফ্যাক্ট শীট

ফ্যাক্ট শীট সাধারণত তথ্যপূর্ণ থাকে। নীতি-নির্ধারক, প্রকল্প প্রণয়নকারী, প্রোগ্রাম ম্যানেজার বা স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য এই ফ্যাক্ট শীট তৈরি বা ব্যবহার করা হয়।

- প্রকল্প বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদান মূলত ফ্যাক্ট শীট-এর উদ্দেশ্য
- ফ্যাক্ট শীটে প্রদত্ত বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

গণমাধ্যমে যক্ষ্মা কার্যক্রম

অডিও ক্যাসেট ব্যবহার
(গান/নাটক/রেডিও অনুষ্ঠান)

অডিও ক্যাসেট ব্যবহারের (যে কোন দলীয় সভায়) ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ:

ক. দলীয় সভার আগে

- আলোচনার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট গান/নাটক বাছাই করুন
- বাছাই করা অডিও ক্যাসেটটি ভাল করে শুনুন
- অডিওটি উপস্থাপন এবং আলোচনা শুরু করার পরিকল্পনা করুন
- টেপ-রেকর্ডার, ক্যাসেট, ব্যাটারী ইত্যাদি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন
- সভাস্থলে যাবার আগে ক্যাসেটটি কিউ করে নিন।

খ. দলীয় সভা চলাকালীন

- আলোচনা শুরুর আগে শ্রোতাদের অনুরোধ করুন তারা যেন গান/নাটক ইত্যাদি মন দিয়ে শোনেন
- অডিও ক্যাসেটটি বাজানোর পর শ্রোতাদের কিছু প্রশ্ন করে আলোচনার সূত্রপাত করুন, যেমন: গান/নাটক কেমন লেগেছে, কি বুঝতে পারলেন ইত্যাদি
- আলোচনার সময় প্রয়োজনে ঐ বিষয়ে সহায়ক ছাপানো উপকরণ ব্যবহার করুন।

অডিও-ভিজ্যুয়াল ভ্যানের মাধ্যমে ভিডিও প্রদর্শন

অডিও-ভিজ্যুয়াল ভ্যানের মাধ্যমে চলচ্চিত্র বা ভিডিও প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। যক্ষ্মার মত একটি অতি সংবেদনশীল বিষয়কে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ক. আয়োজনের আগে

- ভিডিও'র বিষয় অনুযায়ী শো-এর জন্য উপযুক্ত জনগোষ্ঠী নির্বাচন করুন
- শো যদি ক্লিনিকের বাইরে আয়োজন করতে হয়, তাহলে স্থানীয় এলাকাবাসী এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিন এবং তাদের সহযোগিতা চান
- শো'র স্থান ও সময় আগে থেকেই দর্শকদের জানিয়ে দিন
- ভিডিওটি নিজে আগে ভাল করে দেখে নিন। সাউন্ড এবং ছবি ভাল করে পরীক্ষা করে নিন এবং কিউ করে রাখুন।

খ. আয়োজনের সময়

- ভিডিও প্রদর্শনের আগে এর উদ্দেশ্য এবং বিষয় বর্ণনা করতে হবে
- সবাই ভালোভাবে দেখতে ও স্পষ্টভাবে শুনতে পারছেন- এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে
- শো'র পরে বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করা যেতে পারে। প্রশ্ন আহ্বান, আলোচনা বা মতবিনিময় করলে উপস্থিত জনগণের মনে যক্ষ্মা সম্পর্কে যে ধারণা আছে সেটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পথ নাটক

যক্ষ্মা বা স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো তথ্য নাটকের মাধ্যমে সবার মাঝে তুলে ধরা যায়। স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো তথ্য জানানোর জন্য পথ নাটক একটি শক্তিশালী মাধ্যম। নাটকের মাধ্যমে কোনো বিষয়কে উপস্থাপন করলে দর্শক আগ্রহ নিয়ে বিষয়টি দেখে এবং আরো বেশি সে বিষয়ে জানতে চায়। নাটকের গল্পের সাথে তারা তাদের বাস্তব জীবনের ঘটনা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করে। যক্ষ্মার মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে বিবেচনায় রেখে এ ধরনের নাটক স্থানীয় নাট্যদলের কর্মীরা নিজেরাই করতে পারেন অথবা বাইরের শিল্পীরাও করতে পারেন। প্রতিটি নাটকের পর একজন আলোচক নাটকের বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করবেন যেখানে দর্শকরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন বা তাদের কোন প্রশ্ন থাকলে তা জেনে নিবেন। আলোচনা পরিচালনাকারীকে সম্ভাব্য প্রশ্ন বা বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

লোকগীতি, পটগান বা কবিগান

গান এবং তার কথার মাধ্যমে যে কোনো সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের উপায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। গানের ভাল সুর ও কথা মানুষের মনকে সহজেই আন্দোলিত করতে পারে, বিষয়টি তখন জনগণের কাছে সহজে বোধগম্য হয়। বাড়ির সামনের খোলা জায়গা বা বাড়ির উঠান ব্যবহার করে স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় বিভিন্ন লোকগানের সুরের মাধ্যমে যক্ষ্মা বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে তথ্য দেয়া যেতে পারে।

বিলবোর্ড

যক্ষ্মা কার্যক্রম প্রচারণার জন্য বিলবোর্ড গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। বিভিন্ন সাইজের বিলবোর্ড হতে পারে। বিলবোর্ড স্থাপনের সময় কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

- বিলবোর্ড এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যেন পথচারীরা সহজেই তাদের দৈনন্দিন চলাফেরার সময় তা দেখতে পায়
- বিলবোর্ড যেন গাছ বা গাছের ডাল দিয়ে অথবা ইলেকট্রিক পিলার দিয়ে ঢেকে না যায়
- কোন প্রকল্পের আওতায় বিলবোর্ড লাগানোর কোন বিশেষ নির্দেশনা থাকলে বা কোন বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট থাকলে সেই স্থানেই বিলবোর্ড লাগাতে হবে।

উপকরণ বিলিবন্টন/প্রচার প্রসারের লক্ষণীয় বিষয়

- উপকরণ ছাপানোর আগে সংশ্লিষ্ট সকল এনজিও-র চাহিদা জেনে নেয়া প্রয়োজন
- উপকরণ প্রেরণের সময় উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা দিতে হবে
- কোথায় এবং কীভাবে উপকরণসমূহ বিলিবন্টন করতে হবে তার বিশদ পরিকল্পনা থাকতে হবে
- সকল ধরনের যোগাযোগ উপকরণের বিলিবন্টনের আওতায় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার সম্পৃক্ততা থাকতে হবে
- পরিকল্পনা এবং নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ বন্টন এবং ব্যবহার ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং এবং ফলোআপ করতে হবে
- সকল উপকরণ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আইইসি টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

এই গাইডলাইনটি ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহায়তায় টিবি কেয়ার-২ প্রজেক্ট কর্তৃক প্রকাশিত।
এখানে প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে ইউএসএআইডি'র মতের মিল নাও থাকতে পারে।